ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর জীবনী

যেসব মণীষী ইসলামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে তা অন্যান্য মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য আজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তন্মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন অন্যতম।তার এ প্রয়াসকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিয়েছেন।যার ফলে, পৃথিবীর প্রচুর সংখ্যক মানুষ তার ইজতিহাদকে কবুল করে নিয়েছেন নিজেদের জীবন সমস্যার সমাধান হিসেবে।পৃথিবীর দিকে দিকে তিনি আজ একজন ইসলামিক স্কলার হিসেবে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।তার কৃত ইজতিহাদ ও মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। তার সামনে অঢেল সম্পদ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তাকে এ পথ থেকে সরানো যায়নি।বলা হয়- তার সামনে পৃথিবীর অগণিত ভোগবিলাস পেশ করা হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে আখিরাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।তার আসল নাম "নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে ঝু-তো" তবে, বিশ্বময় তিনি "আবু হানিফা"নামেই পরিচিতি লাভ করেছেন।কুরআন হাদীস গবেষণা তথা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তাকে সমকালীন যুগে ফকীহদের সর্দার বলে গণ্য করা হত।এছাড়া তিনি ইরাকের কুফা নগরীর "মুফতী"হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।বক্ষমান প্রবন্ধে তার জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।

পরিচয়

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর আসল নাম ছিল "নু'মান ইবনে সাবেত ইবনে ঝাওতি" (রহঃ)।আবু হানিফা ছিল তার কুনিয়্যাত বা ডাকনাম।পরবর্তী যুগে তিনি ইমাম আবু হানিফা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।বিশ্ববাসী তাকে আবু হানিফা নামেই বেশী চেনে।

জন্ম ও শৈশবকাল

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ৮০ হিজরীতে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খেলাফত আমলে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটকাল থেকে সেখানেই তিনি বেড়ে ওঠেন এবং জীবনের প্রাথমিক সময়গুলো পার করেন। তার প্রাথমিক জীবন কেমন ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ বেশীকিছু উদ্ধৃত করেননি এটুকু ব্যতিত যে, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী। বাজারে তার প্রসিদ্ধ একটা দোকান ছিল। সেখান থেকেই তিনি ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ব্যবসায় তার সততার পরিচয় পেয়ে দিগ্বিদিক থেকে লোকেরা তার দোকানে ভিড় জমাতেন। এভাবে তিনি জন মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত লাভ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা বড় কাপড়ের কারখানা স্থাপন করেছিলেন সেখানে বহু সংখ্যক শ্রমিক তার অধীনে কাজ করতেন। ইমাম শা'বী (রহঃ) তাকে ইলমের ব্যাপারে উৎসাহিত করার আগ

পর্যন্ত তিনি এ ব্যবসাকেই নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছিলেন। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৬৬)

শিক্ষাজীবন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) শিশুকালে আনাস ইবনে মালেক ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) সহ বেশ কিছু সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইমাম সুয়ুতি (রহঃ) এর বর্ণনানুযায়ী তিনি চারজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তারা হলেন-আনাস ইবনে মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, সাহল ইবনে সা'দ ও আবু তোফায়েল (রাঃ)। কিন্তু, তিনি তাদের কারও কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেননি। (তাবাকাতুস সুনিয়্যাহঃ ১/৯৬)

তাদের কাছ থেকে তার শিক্ষাগ্রহণ না করার কারণ সম্বন্ধে অনেক ওলামায়ে কেরামের মত হল, তখন তিনি তাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার মত পরিণত বয়সে পৌঁছাননি। তখন তিনি শৈশবকাল অতিক্রম করছিলেন।

ফিক্বহের জগতে পদার্পন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তার কর্মজীবনের প্রথমে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসাই ছিল তার জীবনে একমাত্র ব্রত। ব্যবসা তার সমগ্র চিন্তা চেতনার জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাবী (রহঃ) এর মাধ্যমে তাকে ইসলামের খেদমতে অবদান রাখার সুযোগ করে দিলেন। তার ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় তিনি ইলম অর্জনের পথে আত্মনিয়োগ করেন এবং এরই পথ ধরে পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীস গবেষণার পথে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

একদিন তিনি ইমাম শাবী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে ইলমে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করলেন। তার উৎসাহে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইলমে দ্বীন অর্জনের পথে আত্মনিয়োগ করেন; হয়ে যান ইসলামী শরীয়াহর একজন জগৎবিখ্যাত মুজতাহিদ। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন-

"একদিন আমি ইমাম শাবী (রহঃ) এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তিনি তখন বসে ছিলেন। আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমি তুমি কোথায় যাওয়া আসা কর? বললাম, আমার যাওয়া আসা রয়েছে বাজারে। তিনি বললেন, আমি বাজারে যাওয়া আসার কথা বলছিনা, বরং আলেমদের কাছে যাওয়া আসার কথা বলছি। আমি বললাম, আমি তাদের সাথে খুব কমই যাতায়াত করে থাকি। তিনি বললেন, এমনটি করবে না। বরং, তোমার উচিত ইলমে দ্বীন অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আলেমদের সাথে সময় কাটানো। আমি তোমার মধ্যে প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি।

তার কথা আমার অন্তরে দাগ সৃষ্টি করল। ফলে, আমি বাজারে যাওয়া আসা বাদ দিয়ে ইলম অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করলাম এবং তার কথায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনেক উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার একজন ব্যক্তিত্ব।তিনি নিষিদ্ধ কোন কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন।তার সামনে দুনিয়ার সব রকমের ভোগ বিলাস পেশ করা সত্ত্বেও তিনি তা পিছনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।এ ছাড়াও দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে তিনি সর্বদা অনিহা প্রকাশ করতেন।কেননা, সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন না করতে পারলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

তাকে বিচারকের দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন, ফলশ্রুতিতে তাকে বেত্রাঘাতসহ শাস্তি দেয়া হয়।

হযরত রাবী' বিন আসেম (রহঃ) বলেন, আমাকে ইরাকের গভর্ণর ইয়াযীদ বিন উমার বিন হুবায়রাহ আবু হানিফা (রহঃ) কে ডেকে আনার জন্য পাঠালে আমি তাকে ডেকে আনলাম। তিনি তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে, তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করা হয়। (আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি-৬৬)

অন্য এক বর্ণনানুযায়ী, ইবনে দাউদ (রহঃ) বলেন, গভর্নর ইবনে হুবায়রাহ চেয়েছিলেন আবু হানিফা (রহঃ) কে তিনি কুফার বিচারক বানাবেন। কিন্তু, তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে গভর্নর শপথ করে বলে, যদি তিনি বিচারপতির দায়িত্ব না নেন তাহলে তার মাথায় বেত্রাঘাত করবেন। আবু হানিফা (রহঃ) কে এ কথা জানানো হলে তিনি বললেন,
ل عَليّ من مَقَامِع الْحَدِيد فِي الْآخِرَة وَالله لَا ضَرْبَة لي فِي الدُّنْيَا أسه
فعلت وَلَو قتلني

অর্থাৎ, দুনিয়াতে আমার উপর একটিমাত্র আঘাত জাহান্নামের হাতুড়ির আঘাত থেকে অনেক ভালো।আল্লাহর কসম! আমাকে হত্যা করা হলেও আমি এ দায়িত্ব নেব না।ইবনে হুবায়রাকে এ বক্তব্য জানানো হলে তিনি বললেন, তার এতবড় স্পর্ধা যে, আমার শপথের বিরুদ্ধাচরণ করে আবার শপথ করে??!!! তাকে ডেকে পূণরায় শপথ করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে আমৃত্যু তার মাথায় বেত্রাঘাত করে তাকে হত্যা করা হবে।তিনি জবাবে বললেন, এতো একটিমাত্র মৃত্যু।একটিমাত্র মৃত্যু আমার জন্য লেখা রয়েছে।এরপর আমাকে পূণরায় হত্যা করা যাবে না।তাকে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ জারি করা হলে তার মাথায় বিশটি বেত্রাঘাত করা হয়।আবু হানিফা

(রহঃ) বললেন, আল্লাহ তায়ালার সামনে আপনার কি দশা হবে সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন।সেটা আপনার সামনে আমার যে অবস্থা হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ হবে।আমাকে ধমক দেবেন না। কেননা, আমি বলি- " لَا إِلَـه إِلَّا الله وَالله "বা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ইবাদাত পাওয়ার হকদার একমাত্র তিনিই। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি তিনি যেন আপনার কাছ থেকে কড়ায় গন্ডায় হিসাব গ্রহণ করেন। তিনি জল্লাদকে ইঙ্গিত দিলে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়। পরদিন সকালে দেখা গেল শাস্তির তীব্রতায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর চেহারা ও মাথা ফুলে গেছে।

সকালবেলা ইবনে হুবায়রা বলল, আজ ঘুমের মধ্যে আমি রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্ন দেখেছি, তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো না??? তুমি আমার উম্মতের একজন লোককে কেন বিনা অপরাধে শাস্তি দিয়েছো এবং ধমক দিয়েছো!! তখন তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। (আখবারু আবি হানিফা-৬৮)

বিচারকের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে বাদশাহর সাথে তার কথোপকথনের বর্ণনায় সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে এসেছে-
دَعَا الـمَنْصُوْرُ أَبَا حَنِيْفَةَ إِلَـى القَضَاءِ، : عَنْ مُغِيْثِ بنِ بُدَيْلٍ، قَالَوَ
لاَ أَصْلُحُ :أَتَرغَبُ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَقَالَ :فَامْتَنَعَ، فَقَالَ.
كَذَبتَ :قَالَ.
،أَبـذِاكَ تُنْكُ نْإِفَ ، فَقَدْ حَكَمَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عَلَيَّ أَنِّي لاَ أَصْلُحُ :قَالَ
فَحَبَسَهُ.فَلاَ أَصلُحُ، وَإِنْ كُنْتُ صَادِقاً، فَقَدْ أَخْبَرتُكُم أَنِّي لاَ أَصلُحُ.
অর্থাৎ, হযরত মুগীস ইবনে বুদাইল (রহঃ) সুত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলীফা মানসুর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে ডেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।
মানসুরঃ আমরা যেটা চাচ্ছি আপনি কি সেটা অগ্রাহ্য করবেন??
আবু হানিফাঃ আমি এর জন্য উপযুক্ত নই।
মানসুরঃ আপনি মিথ্যাচার করছেন।
আবু হানিফাঃ আমীরুল মুমিনীনই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আমি উপযুক্ত নই।আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমি এর জন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তি।আর যদি আমি সত্যবাদী হই তাহলে আমি আপনাদেরকে বলছি, আমি উপযুক্ত নই।

অতঃপর, খলীফা মানসুর তাকে কারারুদ্ধ করলেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালাঃ ৬/৪০২)

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর দানশীলতা
ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল একজন ব্যক্তি।আল্লাহ তায়ালা তাকে বিত্তশালী করার কারণে তিনি এ সুযোগটাকে খুব সুন্দরভাবেই

কাজে লাগিয়েছিলেন। দানের কারণে মনে যেন রিয়া চলে না আসে সে দিকেও তিনি খেয়াল রাখতেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হানিফা (রহঃ) একবার দেখলেন তার মজলিসের একজন সাথী জরাজীর্ণ পোশাকে রয়েছে। তিনি তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। অপেক্ষার পড় যখন সবাই চলে গেল তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, জায়নামাজটি উঠাও। তার নিচে যা আছে তা নিয়ে যাও। লোকটি জায়নামাজ উচু করে দেখল তার নিচে রয়েছে ১০০০ দিরহাম। তিনি বললেন, ওটা নিয়ে যাও এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তন কর। লোকটি বলল, আমি স্বচ্ছল এবং আল্লাহ তায়ালার অনেক অনুগ্রহের মধ্যে আছি। এগুলো আমার দরকার নেই। জবাবে আবু হানিফা (রহঃ) বললেন, আপনার কাছে কি এ হাদীস পৌঁছেনি যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার প্রতি দেয়া নেয়ামতের চিহ্ন দেখতে পছন্দ করেন। অতএব, আপনার উচিত নিজের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। আপনার বন্ধুরা যেন আপনার এ অবস্থায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতে না পারে। (আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহী-৫৮)

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আ'জম আবু হানিফা (রহঃ) অগণিত আলেমের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন আলেমের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১।মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির
২। ইসমাইল ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে আবীস সাগীরাত,
৩। জুবলাহ ইবনে সাহীম
৪। আবু হিনদ হারেস ইবনে আব্দুর রহমান আল হামদানী
৫। হুসাইন ইবনে উবায়দুল্লাহ
৬। হাকাম বিন উতাইবা
৭। হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মান
৮। খালেদ বিন আলকামা
৯। রাবিয়াহ বিন আবু আব্দুর রহমান
১০। যুবাইদ আল ইয়ামী
১১। যিয়াদ বিন আলাক্বাহ
১২। সাঈদ বিন মাসরুক আস সাওরী
১৩। সালামাহ বিন কাহীল
১৪। সাম্মাক বিন হারব
১৫। আবু রাবওয়াহ শাদ্দাদ বিন আব্দুর রহমান
১৬। শায়বান বিন আব্দুর রহমান আন নাহয়ী
১৭। তাউস বিন কিসান
১৮। যরীফ আস সাদী

১৯। আবু সুফিয়ান তালহা বিন নাফে'
২০। আসেম বিন কালীব
২১। আমের আশ শা'বী
২২। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী হাবীবাহ
২৩। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার
২৪। আব্দুর রহমান বিন হারমুজ
২৫। আব্দুল আযীয বিন রাফী'
২৬। আব্দুল কারীম বিন আবী উমাইয়া আল বাসরী
২৭। আব্দুল মালেক বিন উমাইর
২৮। আদী বিন সাবেত আল আনসারী
২৯। আতা বিন আবি রিবাহ
৩০। আতা ইবনুস সাইব
৩১। আতিয়্যাহ ইবনে সাঈদ আল আউফী
৩২। ইকরিমাহ (ইবনে আব্বাস রা.এর ক্রীতদাস)
৩৩। আলকামা বিন মুরসাদ
৩৪। আলী বিন আল আক্বমার
৩৫। আলী বিন হাসান আয যানাদ,
৩৬। আমর ইবনে দীনার
৩৭। আউন ইবনে আব্দুল্লাহ
৩৮। কাবুস বিন আবী যাবইয়ান
৩৯। কাসিম বিন আব্দুর রহমান
৪০। কাতাদাহ বিন দাআমাহ
৪১। কায়িস আবু মুসলিম
৪২। মুহারিব বিন দাসার
৪৩। মুহাম্মাদ বিন যুবাইর আল হানযালী
৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল কালবী
৪৫। আবু জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব
৪৬। মুহাম্মাদ বিন কায়েস আল হামদানী
৪৭। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আয যুহরী
৪৮। মিখওয়াল বিন রাশেদ
৪৯। মুসলিম বিন বাত্তীন আল মালায়ী
৫০। মা'আন বিন আব্দুর রহমান
৫১। মুকসিম
৫২। মানসুর ইবনুল মু'তামির
৫৩। মুসা বিন আবি আয়িশা
৫৪। নাসেহ বিন আব্দুল্লাহ আল মাহাল্লী
৫৫। নাফে' (ইবনে উমার রা. এর ক্রীতদাস)

৫৬। হিশাম বিন উরওয়া
৫৭। আবু গাসসান আল হায়সাম বিন হাবীব আস সাররাফ
৫৮। ওয়ালীদ বিন সারী আল মাখযুমী
৫৯। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী
৬০। ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ আল কীনদী
৬১। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল জাবের
৬২। ইয়াযীদ ইবনে সুহাইব ইবনুল ফাকীর
৬৩। ইয়াযীদ বিন আব্দুর রহমান আল কুফী
৬৪। ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ফারওয়া
৬৫। আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আবু জাহম
৬৬। আবু খাব্বাব আল কালবী
৬৭। আবু হুসাইন আল আসাদী
৬৮। আবু যুবাইর আল মাক্কী
৬৯। আবুস সিওয়ার বা আবুল আসওয়াদ আস সালামী
৭০। আবু আউন আস সাক্কাফী
৭১। আবু ফারওয়া আস সাক্কাফী
৭২। আবু ফারওয়া আল জুহানী
৭৩। আবু মা'বাদ (ইবনে আব্বাস রা. এর ক্রীতদাস)
৭৪। আবু ইয়া'ফুর আল আবাদী

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর ছাত্রগণ

অন্যান্য আলেমদের মতই ইমাম আ'জম আবু হানিফা (রহঃ)যেমন বিভিন্ন জগতবিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তেমনি তার কাছ থেকেও বহু শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।তাদের অনেকের নাম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।তার কিছু ছাত্রের নাম নিম্নে উপস্থাপিত হল।

১।ইবরাহীম ইবনে তুহমান
২।আবইয়াদ ইবনে আগার ইবনুস সাবাহ
৩।আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ আল কারশী
৪।ইসহাক ইবনে ইউসুফ আল আযরাক
৫।আসাদ বিন আমর আল কাদী
৬।ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া আস সায়রাফী
৭।আইয়ুব ইবনে হানি আল জা'ফী
৮।জারুদ ইবনে ইয়াযিদ নিসাপুরী
৯।জাফার বিন আওয়ান
১০।হারেস ইবনে নাবহান

১১।হিব্বান ইবনে আলী আল উনযী
১২। হাসান বিন যিয়াদ আল লুলুয়ী
১৩।হাসান বিন ফুরাত আল কাজ্জায
১৪।হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনে আতিয়্যাহ আল আওফী
১৫।হাফস ইবনে আব্দুর রহমান আল বালখী আল কাযী
১৬।হুক্কাম ইবনে সালেম আল রাযী
১৭।আবু মুতী আল হাকাম ইবনে আব্দুল্লাহ আল বালখী
১৮।হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা
১৯।হামযাহ ইবনে হাবীব আয যাইয়্যাত
২০।খারেজাহ ইবনে মুসয়াব আস সারজানী
২১।দাউদ ইবনে নাসীর আত তায়ী
২২।আবুল হুযাইল যুফার ইবনে হুযাইল আত তামীমী
২৩।যায়েদ ইবনুল হাব্বাব আল আক্বলী
২৪।সাবেক আর রাকী
২৫।সা'দ ইবনুস সালত
২৬।সাঈদ ইবনে আবি জুহম আল কাবুসী
২৭।সাঈদ ইবনে সালাম ইবনে আবি হায়ফা আল আত্তার আল বাসরী
২৮।সালাম ইবনে সালেম আল বালখী
২৯।সুলায়মান ইবনে আমর আন নাখয়ী
৩০।সাহল ইবনে মাযাহিম
৩১। শুয়াইব ইবনে ইসহাক আদ দিমাশকী
৩২। সাবাহ ইবনে মুহারিব
৩৩।সালত ইবনে হাজ্জাজ আল কুফী
৩৪।আবু আসেম আদ দাহহাক বিন মুখাল্লাদ
৩৫। আমের ইবনে ফুরাত আন নাসওয়া
৩৬। আয়েদ ইবনে হাবীব
৩৭।আব্বাদ ইবনুল আওয়াম
৩৮। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক
৩৯।আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আল মুক্বরী
৪০।আবু ইয়াহইয়া আব্দুল হামীদ ইবনে আব্দুর রহমান আল হামানী
৪১।আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম
৪২।আব্দুল আযীয আত তিরমীযি
৪৩।আব্দুল কারীম ইবনে মুহাম্মাদ আল জুরজানী
৪৪।আব্দুল মাজিদ ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে আবি রাওয়াদ
৪৫।আব্দুল ওয়ারেস ইবনে সাঈদ
৪৬।উবায়দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আল ক্বারশী
৪৭।উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর আল রুকী
৪৮।উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা

৪৯।ঈতাব ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে শুযাব
৫০।কাযী আলী ইবনে যাবইয়ান আল কুফী
৫১।আলী ইবনে আসেম আল ওয়াসিতী
৫২।আলী ইবনে মাসহার
৫৩।আমর ইবনে মুহাম্মাদ আল আনকুযী
৫৪।আমর ইবনে হায়সাম আল কাতীয়ী
৫৫।আবু নাঈম আল ফাযল ইবনে দাকীন
৫৬।ফাজল ইবনে মুসা আশ শায়বানী
৫৭।কাসেম ইবনুল হাকাম আল উরনী
৫৮।কাসেম ইবনে মাআন আল মাসউদী
৫৯।কায়েস ইবনে রাবী'
৬০।মুহাম্মাদ ইবনে আবান আল আম্বারী আল কুফী
৬১।মুহাম্মাদ ইবনে বাশার আল আবাদী
৬২।মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আনাস আস সুনয়ানী
৬৩।মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী
৬৪।মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ আল ওয়াহবী
৬৫।মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী
৬৬।মুহাম্মাদ ইবনে ফাদল ইবনে আতিয়্যাহ
৬৭।মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আল আসাদী
৬৮।মুহাম্মাদ ইবনে মাসরুক আল কুফী
৬৯।মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল ওয়াসিতি
৭০।মারওয়ান ইবনে সালেম
৭১।মুসয়াব ইবনুল মিকদাম
৭২।মাআফির ইবনে ইমরান আল মুসিলী
৭৩।মাক্কী ইবনে ইবরাহীম আল বালখী
৭৪।আবু সাহল নাসর ইবনে আব্দুল কারীম আল বালখী
৭৫।নাসর ইবনে আব্দুল মালেক আল আতকী
৭৬।আবু গালেব আন নাসর ইবনে আব্দুল্লাহ আল আযদী
৭৭।নাসর ইবনে মুহাম্মাদ আল মারুজী
৭৮।নুমান ইবনে আব্দুস সালাম আল ইসবাহানী
৭৯। কাযী নুহ ইবনে দারাজ
৮০। আবু ইসমাহ নুহ ইবনে আবি মারইয়াম
৮১। হুশাইম ইবনে বাশীর
৮২। হাউজা ইবনে খলীফাহ
৮৩। হাইয়্যাজ ইবনে বাসাত আল বারজুমি
৮৪। ওয়াকী ইবনুল জাররাহ
৮৫। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব আল মিসরী
৮৬। ইয়াহইয়া ইবনে নাসর ইবনে হাজেব,

৮৭। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান
৮৮। ইয়াযিদ ইবনে জারী
৮৯। ইয়াজিদ ইবনে হারুন
৯০। ইউনুস ইবনে বুকাইর আশ শায়বানী
৯১। আবু ইসহাক আল ফাজ্জারী
৯২। আবু হামজা আস সুক্কারী
৯৩। আবু সা'দ আস সাগানী
৯৪। আবু শিহাব আল হান্নাত
৯৫। আবু মুকাতিল সামারকান্দী
৯৬। কাযী আবু ইউসুফ

(তথ্য সুত্রঃ উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৮৭)

ইলমে ফিক্বহে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অবদান
যুক্তিবিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানে গুণান্বিত হওয়ার পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ইমাম শাবী (রহঃ) এর অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাওফিক প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি ফিক্বহের জগতে পদার্পন করেন। ইলমে দ্বীন শিক্ষার্জনের মানসে বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ফিকহের উপর তার এত আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান (রহঃ) এর সান্নিধ্যে সুদীর্ঘ্য ১৮ টি বছর ইলমে দ্বীন শিক্ষার্জনে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। হাম্মাদ ছাড়াও তিনি মক্কার ফকীহ আতা ইবনে আবি রাবাহ, ইবনে উমার (রাঃ) এর কৃতদাস নাফে, যায়েদ ইবনে আলী, জাফর সাদেক (রহঃ) এর কাছ থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। একদিন খলীফা মানসুর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কার কার কাছ থেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণ করেছেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, উমরের সঙ্গীদের মাধ্যমে উমরের কাছ থেকে, আলীর সংগীদের মাধ্যমে আলীর কাছ থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সঙ্গীদের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছ থেকে। খলীফা জবাব শুনে বললেন,
لقد استوثقت لنفسك
অর্থাৎ, আপনি নিজের জন্য নির্ভরযোগ্য পন্থাকেই গ্রহণ করেছেন। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৯৫)

ফিক্বহের জগতে ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর অবদান অস্বীকার করার মত নয়। ফিক্বহে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অবদান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন,

من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه

অর্থাৎ, যে ফিক্বহ শিখতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের কাছে যায়। কেননা, ফিক্বহের ব্যাপারে সমস্ত মানুষ তার পরিবারের সদস্য। (তারিখু বাগদাদ ১৫/৪৭৩)

তার ছাত্রগণ বিভিন্ন শহরের বিচারক কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে দায়িত্ব পালন করার কারণে তার মাযহাব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।বর্তমানে ইরাক,চীন,ভারত, পাকিস্তান,বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ নিজেদের জীবনচলার পথে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে ইসলামের দিকনির্দেশনা হিসেবে তার মাজহাবকে মেনে চলেন।এমনকি উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এলাকাসমুহে আবু হানিফা (রহঃ)এর মাজহাবকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হত।(উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৯৯)

হাদীস সংগ্রহে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অবদান

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)১০০ হিজরীর পর হাদীস সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি অনেক সম্মানিত আলেমদের কাছ থেকেই হাদীস শুনেছেন এবং দূর দুরান্ত সফর করেছেন এতদসত্ত্বেও তার বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হল,তিনি সম্ভবতঃ হাদীস রেওয়ায়েতের বিষয়ে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন।তিনি এমন কারও জন্য হাদীস বর্ণনা করাকে পছন্দ করতেন না যিনি হাদীসটি মুখস্ত করেননি।

তবে, ইমাম সালেহী (রহঃ) এর পিছনে আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন আর তাহল, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বিভিন্ন দলীলাদি থেকে ইজতিহাদ তথা মাসয়ালা উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকার কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। যেমনটি হয়েছিল আবু বকর ও উমার (রাঃ) এর বেলায়। তারাও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বেশি হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-১০০)

ইলমের প্রতি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ভালবাসা

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইলমকে অনেক ভালোবাসতেন। দ্বীনি জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তার ছিল অনেক আগ্রহ। তিনি যখনই নিজের জন্য কোন কিছু কেনাকাটা করতেন সাধ্যমত আলেমদের জন্যও কেনাকাটা করতেন। কখনও নিজে নতুন কোন কাপড় পরলে তাদের জন্যও কাপড়ের ব্যবস্থা করতেন।

কখনও ফল কিনতে চাইলে আগে আগে আলেমদের জন্য কিনতেন তারপর নিজের পরিবারের জন্য কিনতেন। এটা ছিল আলেমদের সাথে তার ব্যবহার।

মাঝে মাঝে তিনি আলেমদের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করে বাগদাদে প্রেরণ করে সেগুলো ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। বছর শেষে যা লাভ হয় তা দিয়ে মুহাদ্দিসদের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে বাকী অর্থগুলো তাদেরকে দিয়ে বলতেন- এগুলো আপনাদের প্রয়োজনে খরচ করুন। আমাকে এজন্য প্রশংসা করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি এগুলো আমার অর্থ হতে আপনাদেরকে দেইনি। বরং, এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে এসেছে। (আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি-৫৭)

আর তিনি তার ছাত্রদেরকেও অনেক ভালোবাসতেন। তাদের মধ্যে যারা অভাবী ছিলেন তাদেরকে প্রতি মাসে তাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের জন্য খরচ দিতেন। কারও বিবাহ করার প্রয়োজন হলে তাদেরকে বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি তিনি সুদীর্ঘ্য ১০ বছর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও তার পরিবারের খরচ চালিয়েছেন।

আল্লামা শারীক (রহঃ) বলেন, আবু হানিফা (রহঃ) তার ছাত্রদেরকে জ্ঞানার্জনের পথে প্রয়োজনীয় ধৈর্য অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত করে দিতে। অভাবী থাকলে তাদেরকে নিজ উদ্যোগে অভাবমুক্ত করে দিতেন। তার ও তার পরিবারের খরচ চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। যেন তার ইলম অর্জনের পথ কন্টকমুক্ত হয়। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৬৯)

উলূমুল হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)

উসুলে হাদীসের উপর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর নিজের লেখা স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে, উসুলে হাদীস সম্পর্কিত তার বেশকিছু বক্তব্য বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন-

১। আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন-
"ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح"
অর্থাৎ, আমি জাবের আল জা'ফী থেকে বড় মিথ্যাবাদী এবং আতা ইবনে রাবাহ থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি।

২। "زيد بن عياش مجهول" যায়েদ ইবনে আয়্যাশ মাজহুল বা অপরিচিত।

৩। ইমাম সাওরী থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন,

"اكتب عنه فإنه ثقة، ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحريث وحديث جابر الجعفي"

অর্থাৎ, তার কাছ থেকে হাদীস লিখতে পারো। কেননা, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তবে, হারীস থেকে আবু ইসহাক সুত্রে বর্ণিত এবং জাবের আল জা'ফীর কাছ থেকে গৃহীত হাদিসগুলো ছাড়া।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, কুফায় আমাকে সর্বপ্রথম যিনি হাদীসের মজলিসে বসিয়েছেন তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)। তিনি আমাকে মসজিদে বসিয়ে বলেছিলেন, মানুষকে এখানে বসিয়ে আমর ইবনে দীনারের হাদীসগুলো বর্ণনা করুন। আমি সেখানে বসে তা বর্ণনা করেছিলাম। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-১০৩)

> ফিক্বহের মাসয়ালা কার কাছ থেকে গ্রহণ করতেন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাত পেলেও তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেননি। তবে, সাহাবীদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এমন লোকদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনি সে সমস্ত সুত্র থেকে মাসয়ালা গ্রহণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

উমর (রাঃ) এর সঙ্গীদের মাধ্যমে উমর (রাঃ) এর কাছ থেকে, আলী (রাঃ) এর সংগীদের মাধ্যমে আলী (রাঃ) এর কাছ থেকে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সঙ্গীদের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর কাছ থেকে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর প্রশংসায় ওলামাগণ

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর প্রশংসা নিয়ে জগৎবিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের বেশকিছু বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরছি।

১। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন, "الناس فى الفقه عيال عند أبى حنيفة" অর্থাৎ, ফিক্বহের ব্যাপারে মানবজাতি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর পরিবারভুক্ত।

২।ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) বলেন, "ثِقَة مَأْمُون مَا سَمِعت أحدا ضعفه" তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ ব্যক্তি ছিলেন; আমি কাউকে শুনিনি তাকে দুর্বল বলতে। (উমদাতুল ক্বারী-৬/১২)

৩। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সুত্রে বর্ণিত, " أبو حنيفة ما سانلا هقفأ
" رأيت في الفقه مثله "অর্থাৎ,ফিকহে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ);আমি ফিকহে তার মত আর কাউকে দেখিনি।তিনি আরও বলেন,

" رئاسك تنك نايفسو ةفينح يبأب ينثاغأ ىلاعت هلل ا نأ ال ول
الناس "

অর্থাৎ,যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু হানিফা ও সুফিয়ানের দ্বারা সাহায্য না করাতেন তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই থাকতাম।(তাহযীবুত তাহযীব-১০/৪৫০)

৪। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)বলেন,

هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل، ولقد ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر المنصور فلم يفعل، فرحمة الله عليه"

অর্থাৎ,তিনি ইলম,তাকওয়া,যুহদ ও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ায় ছিলেন অতুলনীয়।আবু জাফর মানসুরের অধীনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হয়।আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহমত করুন।

৫।তার ইন্তিকালের সংবাদ শুনে শুবা ইবনে হাজ্জাজ আল আতকী (রহঃ) বলেন,

"هتمحرب هيلعو انيلع هللا لضفت ،ةفوكلا هقف هعم بهذ دقل"

অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর সাথে কুফার ফিক্বহ চলে গেল। আল্লাহ তায়ালা তার এবং আমাদের উপর রহমত করুন।

৬। হাসান ইবনে সালেহ বলেন,

"ناك نامعنلا نب تباث فهما عالما متثبتا في علمه، إذا صحّ الخبر عنده عن رسول الله ﷺ؛ لم يعده إلى غيره"

অর্থাৎ, নুমান বিন সাবেত (আবু হানিফা রহ. এর আসল নাম) ছিলেন অনেক জ্ঞানী আলেম যিনি অত্যধিক পরিমাণে যাচাই বাছাই করে জ্ঞানার্জন করতেন। তার কাছে রাসুল (সাঃ) এর কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটা ছেড়ে অন্য কোন দিকে পা বাড়াতেন না।

৭। ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী বলেন,

"مجر هللا كالام ناك إمام ،مجر هللا يعفاشلا ناك إمام ،مجر الله أبا حنيفة كان إماما"

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মালেকের উপর রহম করুন, তিনি ইমাম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা শাফেয়ির উপর রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু হানিফার উপর রহম করুন, তিনি ইমাম ছিলেন।

৮। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,
"اهوركنأو ،ءايشأ يف هوفلاخ سانلا ناك نإو ةفينح ابأ نإ
عليه، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه"
অর্থাৎ, যদিও কিছু বিষয়ে লোকেরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বিরোধিতা করে থাকে এবং তার সিদ্ধান্ত দেয়া বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তবে, কেউ কখনো তার জ্ঞান-গরিমা, বুঝ শক্তি নিয়ে সন্দেহ করেনি।

৯। ইমাম যাহবী (রহঃ) বলেন,
"زئاوج لبقي ال ،نأشلا ريبك ادبعتم املاع اعرو امامإ ناك
السلطان"
অর্থাৎ, তিনি ছিলেন ইমাম, মুত্তাকী আলেম, অনেক সম্মানি বান্দা; তিনি কখনও বাদশাহদের পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।

১০।হযরত ফুযাইল ইবনে আইয়্যাজ (রহঃ)বলেন,
"ماركإو مالكلا ةلقو ،لاعفألا ةرثكب افورعم ةفينح وبأ ناك
العلم وأهله"
অর্থাৎ,আবু হানিফা (রহঃ)ছিলেন কম কথা বলা,বেশি কাজ করা এবং জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শণকারী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।(উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৬৯)

রাফে' ইয়াদাইন ও ইমাম আবু হানিফা

একবার ইমাম আওযায়ী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেছিলেন। সেখানে ইমাম আওযায়ী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা কেন তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলন করেন না? তিনি জবাবে বললেন-কেননা,তা রাসুল (সাঃ)থেকে সহীহ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত নয়।

আওযায়ীঃ আশ্চর্য!!সহীহ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত নয় মানে??অথচ,ইমা যুহরী সালেম থেকে এবং তিনি তার পিতার সুত্রে বর্ণনা করেন যে,
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ

অর্থাৎ, রাসুল (সাঃ) যখন নামাজ শুরু করতেন তখন এবং রুকুতে যাওয়ার ও রুকু থেকে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন করতেন।
আবু হানিফাঃ হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে এবং তিনি আলক্কামা ও আসওয়াদ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

نَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ كَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ
افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

অর্থাৎ, রাসুল (সাঃ) নামাজ শুরু করার সময় ছাড়া অন্য কোন সময় দুই হাত উত্তোলন করতেন না।তারপর তিনি এর পূণরাবৃত্তি করতেন না।

আওযায়ীঃ আমি ইমাম যুহরী থেকে তিনি সালেম থেকে তিনি তার পিতার সুত্রে বর্ণিত হাদীসের কথা বলছি; আর আপনি বলছেন, হাম্মাদ ইবরাহীম সুত্রে বর্ণনা করেছেন??

আবু হানিফাঃ হাম্মাদ ইমাম যুহরীর চেয়ে বড় ফক্বীহ এবং ইবরাহীম সালেমের চেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।এছাড়া ইবনে উমার (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর সাহাবী হলেও আলক্বামা ফিক্বহের ব্যাপারে কোন ক্ষেত্রেই তার চেয়ে কম নন।আর আসওয়াদও অনেক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। (ফাতহুল ক্বাদীর-১/৩১১)

ইজতিহাদী মূলনীতি

অন্যান্য মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামদের মত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এরও কিছু ইজতিহাদী মূলনীতি রয়েছে। সেসব মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তিনি ইজতিহাদ করেছেন। তার এ মূলনীতি সম্বন্ধে "আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহি" গ্রন্থে বলা হয়েছে-

" لَمَّا لم اجده فِيهِ اخذت بِسنة أَنى آخذ بِكِتَاب الله إِذا وجدته فَ "
رَسُول الله والْآثَار الصِّحَاح عَنهُ الَّتِي فَشَتْ فِي أَيدي الثِّقَات عَن الثِّقَات
فَإِذا لم اجد فِي كتاب الله وَلَا سنة رَسُول الله أخذت بقول أَصْحَابه من
يرهم فَإِذا شِئْت وأدع قَول من شِئْت ثمَّ لَا أخرج عَن قَوْلهم إِلَى قَول غَ
انْتهى الْأَمر إِلَى ابراهيم وَالشعْبِيّ وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَسَعِيد بن
الْمسيب وَعدد رجَالًا قد اجتهدوا فلي أَن أجتهد كَمَا اجتهدوا "

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব থেকে মাসয়ালা গ্রহণ করি যখন তাতে তা পেয়ে থাকি। যদি তাতে তা না পাই তাহলে রাসুল (সাঃ) এর হাদীস থেকে যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে তা থেকে গ্রহণ করি। আর যদি আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসুল (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যেও সেটা না পাই তাহলে, সাহাবীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার বক্তব্য থেকে গ্রহণ করি এবং যার বক্তব্য ইচ্ছা পরিহার করি। তাদের বক্তব্য থেকে অন্য কোথাও যাই না। আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম, শা'বী, হাসান, ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (এভাবে আরও কয়েকজনের নাম গণনা করে বললেন) প্রমুখ

ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, তারা ইজতিহাদ করে আমিও তাদের মত ইজতিহাদ করি। (আখবারু আবি হানিফা- ১/২৪)

সিয়ারে আ'লামিন নুবালাতে বলা হয়েছে-

مَا جَاءَ عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ، اخْتَرْنَا، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُم رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ.

অর্থাৎ, রাসুল (সাঃ) এরপক্ষ থেকে যা এসেছে তা মাথা ও চোখের উপর রাখি, যা সাহাবীদের থেকে এসেছে তা থেকে আমরা নির্বাচন করব।আর যা অন্যদের থেকে এসেছে তাতে তারাও মানুষ আমরাও মানুষ (আমরাও তাদের মত ইজতিহাদ করব)।(সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ৬/৪০১)

মাসয়ালা উদ্ভাবন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইজতিহাদের ব্যাপারে শুধুমাত্র নিজের বক্তব্যকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং, ইজতিহাদ ও মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আলেমের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেছিলেন। শুধুমাত্র নিজের মতামত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং অনেক আলেমের সমন্বয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেই মাসয়ালা উদ্ভাবন করতেন। যার ফলে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যেত। মানুষ যেহেতু দ্বীনি বিষয়ে যুগের পর যুগ ধরে নিজেদের সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য এগুলোকে মেনে চলবে তাই, অনেক আলেমের সমন্বয়ে তিনি বোর্ড গঠন করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। হানাফী মাজহাবের গৃহীত মাসয়ালাসমুহের মধ্যে দেখা যায় সব মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মত গ্রহণ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে তার ছাত্রদের মতামতকে হানাফী মাযহাবের মত হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতামত তার বিপরীত। এগুলোর ব্যাপারে তিনি অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন কেননা এগুলো সবই দ্বীনের অংশ এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষে এগুলোর প্রতি প্রয়োজন অনুভব করবে।

মুওয়াফফিক আল মাক্কী (রহঃ) বলেছেন,

"م ه ن و د ه س ف ن ب ه ي ف د ب ت س ي م ل م ه ن ي ب ى ر و ش ه ب ه ذ م ة ف ي ن ح و ب أ ع ض و ف"

অর্থাৎ, আবু হানিফা (রহঃ) তার মাজহাবকে স্থাপন করেছেন পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে।তিনি কোথাও নিজের মতকে চাপিয়ে দেননি।(মানাকিবি আবি হানিফা)

ইন্তেকাল
এ মহান ব্যক্তিত্ব ৭০ বছর বয়সে ১৫০ হিজরীতে আবু জাফর মানসুরের কারাগারে শাহাদাত বরণ করেন। তাকে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালাঃ ৬/৪০৩)
তার ইন্তেকালে ওলামায়ে কেরামগণ অত্যন্ত মর্মাহত হন। চারদিকে রোল পড়ে যায় যে, কুফা থেকে ফিক্বহ বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এ মহান বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমীন।

তথ্য সুত্রঃ

أخبار أبي حنيفة وأصحابه
منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
جزء عوالي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه
شرح مسند أبي حنيفة
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
تهذيب التهذيب
تاريخ بغداد
سير أعلام النبلاء
ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন